কমিউনিটি রেডিও ও উন্নয়ন: বাংলাদেশের কমিউনিটি রেডিওতে জনঅংশগ্রহণ

এ, এস, এম, আসাদুজ্জামান*

মৌসুমি খাতুন**

সারসংক্ষেপ: অংশগ্রহণমূলক গণমাধ্যম হিসেবে বর্তমান সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কমিউনিটি রেডিও। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটি রেডিও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বে কমিউনিটি রেডিওর প্রতিষ্ঠা অনেক আগে হলেও বাংলাদেশে এর যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। এদেশে মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে (যেমন: সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন) সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণের মাত্রা সীমিত। মূলধারার গণমাধ্যমে যেসব মানুষের প্রবেশাধিকার নেই বা সামষ্টিক উন্নয়নে মতামত প্রকাশের সুযোগ সীমিত, তাদের কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে কমিউনিটি রেডিও। কমিউনিটি রেডিও একটি অংশগ্রহণমূলক গণমাধ্যম, যেখানে সাধারণ মানুষ কথা বলার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অনুষ্ঠান নির্মাণ, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান ও মালিকানাসহ সব পর্যায়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। বস্তুত কমিউনিটি রেডিওতে জনঅংশগ্রহণের মাত্রা ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে উন্নয়নে এর ভূমিকা কতটুকু হবে। তাই আলোচিত এই মাধ্যমটিতে জনঅংশগ্রহণ আছে কি না, থাকলে এর মাত্রা কীরূপ এবং উন্নয়নে এর ভূমিকা কতটুকু, তা নিরীক্ষা করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। কমিউনিটি রেডিও কি মানুষের মত প্রকাশের সুযোগ তৈরি করেছে? এটি কি তাদের উন্নয়ন-চাহিদা নিয়ে আলোচনার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে? গুণগত পদ্ধতিতে (qualitative method) সম্পাদিত এই গবেষণায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফডিজি), আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও একান্ত সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা প্রশ্নের উত্তর বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুটি কমিউনিটি রেডিও এই গবেষণার উপজীব্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সাধারণত কমিউনিটি রেডিওতে যে মাত্রায় জনঅংশগ্রহণের কথা বলা হয়, গবেষণার ফল তার থেকে কিছুটা ভিন্ন। রেডিও দুটির অনুষ্ঠান এবং মন্তব্য ও সমালোচনায় শ্রোতাদের কিছুটা অংশগ্রহণ থাকলেও রেডিও পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় শ্রোতাদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। এর প্রধান কারণ হিসেবে রেডিও ব্যবস্থাপনার আর্থিক সংকট ও জনগণের অনাগ্রহকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূল শব্দগুচ্ছ: কমিউনিটি রেডিও, উন্নয়ন, জনঅংশগ্রহণ, রেডিও সুন্দরবন, রেডিও নলতা

---

*সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ কথা প্রমাণিত যে তথ্য ও যোগাযোগ একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসমৃদ্ধিকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলে (Schramm, 1964)। অন্যদিকে, তথ্য সম্পদে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকে। তথ্য প্রাপ্তির এই বৈষম্য সারা পৃথিবীতে, অঞ্চলে, এমনকি দেশের অভ্যন্তরেও বিদ্যমান। তথ্য প্রযুক্তি যদিও গ্রাম ও শহরের মানুষের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য কিছুটা কমিয়েছে, তবে এ প্রযুক্তি সব শ্রেণির মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগী কি না, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে শহরের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধাভোগী; অন্যদিকে গ্রামে বসবাসকারী মানুষ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (যেমন, বেদে সম্প্রদায়, সমুদ্র উপকূল, চর ও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ ইত্যাদি) অনেকটাই সুবিধা বঞ্চিত। এর কারণ, গণমাধ্যম ও তথ্যের অন্যান্য মাধ্যমে এ ধরনের জনগোষ্ঠীর তুলনায় শহরের মানুষের প্রবেশাধিকার (access) বেশি। এরও বহুবিধ কারণ রয়েছে: গ্রাম ও প্রান্তিক মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতা, তাদের সাধারণ ও গণমাধ্যম সাক্ষরতার অভাব, প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, বিদ্যুতের অভাব, সচেতনতার অভাব, নিজের ভাষায় নির্মিত ও প্রাসঙ্গিক আধেয়ের অভাব ইত্যাদি। তাই তথ্য ও যোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এই মানুষগুলো আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে নগরের মানুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়া তথ্যে প্রবেশাধিকার মানুষের ক্ষমতায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে (Harun & Mahamud, 2014)। বিশ্বব্যাপী বৃহদায়তন কর্পোরেট মিডিয়ার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড গ্রাম ও প্রান্তিক অঞ্চলের সঙ্গে শহরের বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ এসব গণমাধ্যমের তথ্য একমুখি ও শীর্ষ-তল (Top-Down) পদ্ধতির, যা কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রান্তের মানুষ নিষ্ক্রিয় গ্রাহকমাত্র। এতে তাদের কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত, তাদের প্রয়োজন অবহেলিত।

একটি গণমাধ্যমের শ্রোতা-দর্শক (audience) কারা বা এর বার্তা বা আধেয় কী হবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে সে মাধ্যমের মালিকের শ্রেণিচরিত্রের ওপর। দেখা গেছে, পুঁজিবাদী সমাজে (বিশ্বের অধিকাংশ সমাজই বর্তমানে পুঁজিবাদী) রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন গুটিকয়েক সম্প্রচার মাধ্যম ছাড়া অধিকাংশ গণমাধ্যম কর্পোরেটকৃত (corporatized), বাজারমুখি ও মুনাফাকেন্দ্রিক (McChesney, 1999)। বিজ্ঞাপন-নির্ভর এসব গণমাধ্যম মূলত নগরবাসী শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের তথ্য ও বিনোদন চাহিদা মেটায়। তাই গ্রামপ্রধান এই দেশের তথ্য ও যোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত বিপুল সংখ্যক

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মাধ্যম, যা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় গ্রামীণ জনগণের জন্য সুলভ হবে, যার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাদের হাতে এবং তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যই এতে প্রাধান্য পাবে। এটি আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে কমিউনিটি রেডিও এমনই একটি মাধ্যম। কেননা কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়াই কমিউনিটির জন্য, কমিউনিটির লোকজন দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় কমিউনিটি রেডিও, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করা, কমিউনিটির জন্য কাজ করা। বলা হয়, কমিউনিটি রেডিও হল "for the people and by the people" (Jewel, 2006, p.5)। "এর মালিকানাও অংশীদারিত্বমূলক, যেখানে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, নির্মাণ এবং সম্প্রচার প্রক্রিয়ায়, এমনকি রেডিও স্টেশনের ব্যবস্থাপনাতেও স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার থাকে" [অনূদিত] (Ullah & Ferdous, 2007, p.53)। ধারণা করা হয়, এটি গ্রামীণ জনগণের তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের চাহিদা পূরণ করে গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং শহর ও গ্রামের তথ্য-বৈষম্য হ্রাস করে। Milan (২০০৯) এরমতে, কমিউনিটি মাধ্যম (যেমন কমিউনিটি রেডিও, নিউজ লেটার, স্থানীয় ম্যাগাজিন) দু'ভাবে উন্নয়নে ভূমিকা রাখে –প্রথমত,এগুলো সমাজের "কণ্ঠহীনদের কণ্ঠ" হিসেবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং দ্বিতীয়ত, বাস্তবতার অংশীদারিত্বমূলক অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করে তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে (পৃ. ৬০১)। Reza (2012a) মনেকরেন, কমিউনিটিভিত্তিক সম্প্রচার মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের গ্রামীন জনপদের জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ও এর ব্যাখ্যা দেয়া, বিশেষ করে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিশু ও নারী ইস্যু এবং বাজারের তথ্য (পৃ. ১৬৭)। এছাড়া "একটি কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে এটি জনপ্রশাসনের সব স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং এভাবে সুশাসনে ভূমিকা রাখে" [অনূদিত] (Ullah & Ferdous, 2007, p.57)।

কমিউনিটি রেডিও স্থানীয় জনগণকে সরাসরি তথ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। সাধারণ মানুষের কথা বলার সুযোগ থাকে এই মাধ্যমটিতে, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণকেই (community participation)সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। সুতরাং একটি কমিউনিটি রেডিও কোন অঞ্চলের মানুষের জীবনে কী ধরনের এবং কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে ওই রেডিওতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ওপর। কমিউনিটি রেডিওতে জনঅংশগ্রহণ বলতে বেতার কার্যক্রমের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, প্রযোজনা, উপস্থাপনা ও ব্যবহারে কমিউনিটির যুক্ত থাকার বিষয়টিকে বোঝানো হয়। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে এলাকার উদ্দিষ্ট যে

জনগোষ্ঠীকে লক্ষ করে কমিউনিটি রেডিও বার্তা সম্প্রচার করে, তা যাতে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছায়, সেদিকে লক্ষ রাখা। এলাকাবাসী কমিউনিটি রেডিওর পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্প্রচার নীতিমালা তৈরি, লক্ষ্য নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও অনুষ্ঠান-বিষয়বস্তু নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করবে, এটাই জনঅংশগ্রহণ (মঞ্জু, ২০০৭)। Khan et al. (2017) জন অংশগ্রহণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করেছেন। স্থানীয় মানুষ একটি কমিউনিটি রেডিওর নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে - বোর্ড এর সদস্য নির্বাচন; স্টেশনটির জন্য নীতি প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, আধেয় এবং অনুষ্ঠান নির্বাচন ও পরিকল্পনা; এমন অনুষ্ঠান তৈরি করা, যাতে জনগণের বক্তব্যের প্রতিফলন থাকে ইত্যাদি [অনূদিত] (পৃ.৯৭)। তাঁরা জনঅংশগ্রহণকে একটি রেডিওর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। সুতরাং এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গবেষণার প্রয়োজন।

আলোচ্য গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি (qualitative method)ব্যবহার করে বাংলাদেশের দুটি কমিউনিটি রেডিওতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও

বিশ্বে কমিউনিটি রেডিওর বয়স প্রায় ৭৩ বছর। উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রথম কমিউনিটি রেডিও হিসেবে১৯৪৭ সালেপ্রতিষ্ঠিত কলম্বিয়ার'রেডিও সুতাতেনজা'র নাম বলা হয় (Myers, 2011, p.9)। এটিই ছিল গ্রামীণ স্থানীয় জনপদেরজন্য সম্প্রচারের প্রথম মডেল, যেখানে গ্রামীন উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও সাক্ষরতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। একে অনুসরণ করেবলিভিয়ার টিন খনিতে কর্মরত শ্রমিকরা ১৯৪৯ সালে গড়ে তোলেন 'মাইনার্স রেডিও'। নেপালের 'সাগরমাতা' দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বপ্রথম কমিউনিটি রেডিও, যা চালু হয় ১৯৯৭ সালে। ২০১১ সাল পর্যন্ত নেপাল সরকার ১৫০টি কমিউনিটি রেডিওর লাইসেন্স প্রদান করে। এতে নেপালের প্রায় ৬২ শতাংশ জনগণ কমিউনিটি রেডিওর আওতায় আসে (Dahal & Aram, 2011)। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ২০০৬ সালে সর্ব প্রথম কমিউনিটি রেডিও নীতিমালা তৈরিকরে (Myers, 2011, p. 10)।

বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও চালু করার জন্য ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি), অপরাপর সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকারের সাথে অধিপরামর্শ শুরু করা হয়। ২০০৬ সালে সম্প্রচার বিষয়ক আইনবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উন্নয়ন-যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, এনজিও প্রতিনিধি, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী এবং নাগরিক

সমাজের সমন্বয়ে তিন দিনব্যাপী কমিউনিটি রেডিও বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা শেষে 'কমিউনিটি রেডিও বিষয়ক ঢাকা ঘোষণা ২০০৬' গৃহীত হয় (হক ও উদ্দীন, ২০১৮, পৃ.১৪৩)। এ ঘোষণায় কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠায় সরকারের দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। অব্যাহত এডভোকেসির ফলে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো ১৪টি কমিউনিটি রেডিও চালু করার জন্য ২২ এপ্রিল ২০১০-এ তথ্য বিবরণীর মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান করে। 'কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রসারণ ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮'[১]-এর আলোকে এ ঘোষণা করা হয় (বিএনএনআরসি, ২০১০)। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার এই নীতিমালা হালনাগাদ করে। ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালন নীতিমালা ২০১৭' নামে পরিচিত এই নীতিমালাটি প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয় (হক ও উদ্দীন, ২০১৮, পৃ.১৪২)।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে কিছুটা সুবিধাবঞ্চিত এলাকায়, বর্তমানে ১৭টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারে আছে। এছাড়া রাজশাহী ভিত্তিক 'রেডিও বড়াল' নামের নতুন একটি কমিউনিটি রেডিও আনুষ্ঠানিক সম্প্রচারে আসার অপেক্ষায় আছে (হক ও উদ্দীন, ২০১৮, পৃ.১৪২)। সারণি ১-এ বর্তমানে চালু কমিউনিটি রেডিও ও তাদের সম্প্রচার এলাকাসমূহ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: বাংলাদেশের কমিউনিটি রেডিও ও তাদের সম্প্রচার এলাকা

ক্রমিক নং	কমিউনিটি **রেডিওর নাম**	**সম্প্রচার এলাকা**
১	রেডিও পদ্মা ৯৯.২ এফএম	রাজশাহী সদর, রাজশাহী
২	রেডিও নলতা ৯৯.২ এফএম	নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৩	রেডিও লোকবেতার ৯৯.২ এফএম	বরগুনা সদর, বরগুনা
৪	রেডিও পল্লীকণ্ঠ৯৯.২ এফএম	মৌলভী বাজার সদর, মৌলভী বাজার
৫	রেডিও সাগরগিরি ৯৯.২ এফএম	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
৬	রেডিও মহানন্দা ৯৮.৮ এফএম	চাপাই নবাবগঞ্জ সদর, চাপাই নবাবগঞ্জ
৭	রেডিও মুক্তি ৯৯.২ এফএম	বগুড়া সদর, বগুড়া
৮	রেডিও চিলমারি ৯৯.২ এফএম	চিলমারি, কুড়িগ্রাম
৯	রেডিও ঝিনুক ৯৯.২ এফএম	ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
১০	কৃষি রেডিও ৯৮.৮	আমতলি, বরগুনা
১১	রেডিও বরেন্দ্র ৯৯.২ এফএম	নওগা সদর, নওগা
১২	রেডিও নাফ ৯৯.২ এফএম	টেকনাফ সদর, টেকনাফ
১৩	রেডিও সুন্দরবন ৯৮.৮ এফএম	কয়রা, খুলনা
১৪	রেডিও বিক্রমপুর ৯৯.২ এফএম	মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ
১৫	রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২ এফএম	হাতিয়া, নোয়াখালি
১৬	রেডিও মেঘনা ৯৮.৪ এফএম	চরফ্যাশন, ভোলা
১৭	রেডিও সারাবেলা ৯৮.৮ এফএম	গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা

(Hasan & Morshed, 2017)

শুধুমাত্র কৃষি রেডিও ছাড়া উল্লিখিত সব কটি রেডিও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) দ্বারা পরিচালিত। এ সকল রেডিও কাজ করে তৃণমূল মানুষকে নিয়ে। এসব রেডিওতে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ ও তাদের জীবন কেন্দ্রিক সমস্যা ও সম্ভাবনা, চাওয়া-পাওয়া নিয়েঅনুষ্ঠান নির্মাণে গুরুত্ব দেয়ার কথা। "এই অনুষ্ঠানগুলো এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মতামত, ভাবনা, অধিকার এবং সুযোগের উপর গুরুত্ব দেয়"[অনূদিত] (BNNRC, 2015, as cited in Khan et al. (2017, p.95)। তবে এ মাধ্যমটির সব ধরনের কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ আছে কিনা এবং এ ক্ষেত্রেচ্যালেঞ্জগুলো কী, তা জানা প্রয়োজন।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

মুনাফালোভী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত, তাদের গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতিভূ কর্পোরেট মিডিয়ার বিপরীতে জনঅংশগ্রহণমূলক ও অলাভজনক মাধ্যম কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকা খুঁজে বের করা সময়ের দাবি বলে মনে করেছেন গবেষকদ্বয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শীর্ষ-তল (top-down) যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণমূলক (participatory) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হচ্ছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে টেকসই করতে হলে অংশীদারিত্বের প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করতে হলে সেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ যদি নিশ্চিত করা না যায়, তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া টেকসই হয় না। ধরা যাক, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলো। যেমন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ, তাদের মাধ্যমে উন্নত মানের বীজ ও পরিমিত পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ায় যদি কৃষকদের অংশগ্রহণ না থাকে, অর্থাৎ তাদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য উপযোগী ও প্রয়োজন মোতাবেক পদক্ষেপ না নেয়া হয়, তবে সেটার স্থায়িত্ব তুলনামূলক

কম হবে। একই কারণে উন্নয়ন যোগাযোগেও জনঅংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। কমিউনিটি রেডিও উন্নয়ন যোগাযোগের অন্যতম বাহন হিসেবে কাজ করে এবং সেখানে বিভিন্নকার্যক্রমে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ থাকার কথা। বস্তুত"স্বাধীনতা, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও গোষ্ঠী মালিকানাই কমিউনিটি রেডিওর সাফল্যের চাবিকাঠি" [অনূদিত] (Reza, 2014, p.14)। বাংলাদেশের কমিউনিটি রেডিওতে এই জনঅংশগ্রহণেরঅস্তিত্ব অনুসন্ধান করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য।মূলধারার গণমাধ্যমে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ স্বীকৃত নয়। অথচ কমিউনিটি রেডিওতে জনগণের অংশগ্রহণই প্রধান লক্ষ্য। এ দিকটি নিয়ে সম্পাদিতগবেষণার স্বল্পতার কারণে বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। এ গবেষণার ফল কমিউনিটি রেডিও, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা, এনজিও, সরকারি নীতিনির্ধারক, পরবর্তী নানা গবেষণা এবং একাডেমিক কাজে সহায়ক হবে বলে আশা করছি। এছাড়া কমিউনিটি রেডিও নিয়ে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বর্তমান গবেষণা সে চ্যালেঞ্জের স্বরূপ উদঘাটনে সহায়তা করবে।

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন

কমিউনিটি রেডিও

কমিউনিটি রেডিও হলো কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, তাদের দ্বারা পরিচালিত, তাদের কল্যাণে ব্যবহৃত স্থানীয় সম্প্রচার ব্যবস্থা। এ জনগোষ্ঠী কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকার যেমন, কোন ছোট্টশহরতলী, গ্রাম, উপজেলা বা দ্বীপের বাসিন্দা হতে পারে। কোনো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, জেলে সম্প্রদায় কিংবা বয়োবৃদ্ধরাও কমিউনিটি রেডিওর জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেরা কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা করতে পারেন (ইসলাম, ২০০৭)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১৭' অনুযায়ী :

> কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে একটিক ল্যাণমূলক সম্প্রচার মাধ্যম যার মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় থাকে তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠী। এটি মূলত অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এরউদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিটি সেবা প্রদান করা এবং স্থানীয় লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কমিউনিটি রেডিও কোনো নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে। এটি কমিউনিটির নিজস্ব সম্পদ যা একটি জনপদের নিজস্ব ধ্যান-ধারনা, বিচার-বিবেচনা ও চিন্তা-চেতনার যথাযথ প্রতিফলন ঘটায় (কমিউনিটি রেডিও নীতিমালা ২০১৭, পৃ.১৩৩৪)।

উন্নয়ন

বিভিন্ন সময়ে উন্নয়নের বিভিন্ন ধারণা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উন্নয়ন বলতে বোঝানো হতো আধুনিকায়ন। উন্নয়নের এই ধারণা অনুযায়ী, আধুনিকায়ন বা উন্নয়ন হলো শিল্পায়নে পশ্চিমা,পুঁজিঘন প্রযুক্তির ব্যবহার, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নগরায়ন (Melkote & Steeves, 2006)। কেন্দ্রীয় ভাবে বলে দেয়া হতো উন্নয়ন কী এবং এর জন্য কী ধরনের কৌশল ব্যবহার করতে হবে। প্রায় তিন দশকধরে চলা আধুনিকায়ন ধারায় (প্যারাডাইম) উন্নয়নশীল দেশসমূহে যেসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ঘটেছে, তাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। প্রচুর পুঁজি খাটানো এবং অধিকতর যান্ত্রিকীকরণকে উন্নয়নের উপায় বলে গণ্য করা হতো। পুঁজি ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) এবং মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিকে উন্নয়ন ধরা হতো। '৭০ এর দশকের শুরু থেকে এই ধারার ব্যাপক সমালোচনা হতে থাকে, কারণ এখানে উন্নয়নের ফলের সুষম বন্টন উপেক্ষিত ছিল, উন্নয়নের মানবিক দিকটি ছিল অনুল্লেখকৃত। কিন্তু প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন,যা সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে উন্নয়ন হতে হবে আত্মিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। নতুন ধারায় উন্নয়নকে কেউ কেউ বলেন নিপীড়ন থেকে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মুক্তি(Freire, 1973, as cited in Melkote & Steeves, 2001, p.35), কেউ বা বলেন টেকসই উন্নয়ন (sustainable development)।

বর্তমান গবেষণায় **'উন্নয়ন'** বলতে উন্নয়নের নতুন ধারণাকেই বোঝানো হয়েছে। এই ধারায় পূর্বউল্লেখকৃত বিষয়গুলোর পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়। একই সাথে উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে স্থানীয় মাধ্যমের ভূমিকাকে বড় করে দেখা হয়, যে মাধ্যমগুলো আনুভূমিক ও দ্বিমুখি যোগাযোগের অন্যতম বাহন।প্রকৃত ও সঠিক তথ্য জানার ফলে প্রান্তিক লোকজনের সম্পদে অভিগম্যতা বাড়ে, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতামূলক হয় এবং মানুষের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও পরিবেশগত বিষয়সমূহের ওপর সরকারি সেবা ও সহায়তায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

সমাজে কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকা, বিশেষ করে উন্নয়নে এর অবদান নিয়ে অনেকেই গবেষণা করেছেন। Patil(২০১০) অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের কমিউনিটি রেডিওর ওপর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণা ফল থেকে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ২০০ কমিউনিটি রেডিও স্টেশন মতামত শেয়ার ও সংস্কৃতিক

চাহিদা পূরণসহ কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কমিউনিটি রেডিও এইডস প্রতিরোধ, অপরাধ ও কিশোর অপরাধসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি উন্নয়ন, কুসংস্কার দূরীকরণসহ বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য কমাতে নেপালের কমিউনিটি রেডিও কাজ করে যাচ্ছে। ভারতে সাক্ষর-নিরক্ষর সব ধরনের মানুষের কথা বিবেচনা করে রেডিওতে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। ফিলিপাইনের কমিউনিটি রেডিও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। ঘানার উত্তরাঞ্চলের তোলন-কুমবুঙ্গু জেলার 'রেডিও শিমলি'র (*Simli*) ওপর পরিচালিত অন্য একটিগবেষণায় দেখা যায়, রেডিওটি গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন- কৃষি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে (Al-hassan, Andani & Malik, 2011)। অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উন্নত করতেও এ রেডিও ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়নসহ সামাজিকবন্ধন দৃঢ় করতেও রেডিও শিমলি কাজ করে যাচ্ছে Myers (2011)। আফ্রিকা মহাদেশের কমিউনিটি রেডিওর ওপর গবেষণা করে বিভিন্ন দেশে এর দ্রুত উত্থান, সমস্যা, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতে ইন্টারনেট ও কর্পোরেট মিডিয়ার সাথে প্রতিযোগিতায় এর টিকে থাকার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, এই রেডিওর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: প্রথমত, এটি মুনাফা নয়, সমাজ ও সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য কাজ করবে, দ্বিতীয়ত, এর মালিকানায় থাকবে স্থানীয় মানুষ এবং তাদের কাছেই এটি দায়বদ্ধ থাকবে, এবং সবশেষে, অনুষ্ঠান তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে (পৃ.৭)। অর্থাৎ জনংশগ্রহণের বিষয়টিতে তিনিও গুরুত্ব দিয়েছেন।

কমিউনিটি রেডিওতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা জেন্ডার পরিচিতির মানুষের অংশগ্রহণ নিয়ে গবেষণা হয়েছে।Naughton (1996)দাবি করেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সেক্টরটিকে পুরুষরা খুব সহজে এবং দ্রুত তাদের দখলে নিয়ে নিয়েছে; নারীর অংশগ্রহণ সেখানে সীমিত। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে সম্পাদিত এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফল থেকে দেখা যায়, দেশটির ৮০টি রেডিও স্টেশনে নারীর অংশগ্রহণ বেশ কম, অথচ কমিউনিটি রেডিও এমন একটি জায়গা, যেখানে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার বিষয়টি জোরালোভাবে আসা উচিত (পৃ.১২)।দেখা যায়, প্রকল্পের শুরুর দিকে যখন স্টেশনটি গড়ে তোলা হয়, নারীর অংশগ্রহণ থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর অনুষ্ঠান নির্মাণ, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনায় পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এই গবেষণাটির ফল বেশ পুরোনো এবং কেবল নতুন কোনো গবেষণাই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান চিত্রটি তুলে ধরতে পারে।

বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও নতুন একটি মাধ্যম। অনেকেই এর প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য, সমাজে এর সম্ভাব্য অবদান ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন, কিন্তু মাঠপর্যায়ে এর কার্যকরিতা বা অন্যান্য দিক নিয়ে খুব বেশি প্রায়োগিক (pragmatic) গবেষণা এখানে হয়নি। Reza (2012b) বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিওর যাত্রার শুরুর দিকে (২০১১ সালে) বাংলাদেশের পাঁচটি এলাকায় (যেখানে পরবর্তীতে রেডিও স্টেশন স্থাপিত হয়েছে) একটি গবেষণা করেন। তিনি সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম), আমতলী (বরগুনা), বেলেপুকুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), চিলমারি (কুড়িগ্রাম) ও দেওভোগ (মুন্সীগঞ্জ) এলাকায় ফোকাস গ্রুপ ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে স্থানীয় জনগণের গণমাধ্যম ব্যবহারের প্রবণতা, কমিউনিটি রেডিও ব্যবহারের ক্ষেত্রেতাদের আগ্রহ, মত ও দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করেন। তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে 'সম্ভাব্য জনঅংশগ্রহণের মাত্রা' অন্তর্গত ছিল, যা এই গবেষণার সাথে সম্পর্কিত (পৃ.১০৭)। আমতলির 'কৃষি রেডিও'-তে (দেশের একমাত্র কমিউনিটি রেডিও, যা সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে এবং গবেষণাকালে সম্প্রচার শুরু করেছিল) স্থানীয় শ্রোতার অংশগ্রহণ কম ছিল। এর কারণ, সরকারের কৃষি বিভাগ এবং 'বাংলাদেশ বেতার'-এর কর্মচারীরাই স্টেশনটি চালাত। অন্যান্য অঞ্চলেও যথেষ্ট প্রচারের অভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে খুব বেশি আগ্রহ বা প্রেষণা দেখা যায়নি।

হক ও উদ্দীন (২০১৮) বাংলাদেশের ১৭টি কমিউনিটি রেডিওর আধেয় বা বিষয়বস্তু (content) বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘ-নির্ধারিত টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) প্রতিফলিত হচ্ছে কি না, তা দেখার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক তথ্য কতটা প্রচারিত হচ্ছে এবং এসডিজির কোনগুলোকম বা বেশিপ্রচারিত হচ্ছে, রেডিও স্টেশনগুলোর সাথে জড়িত লোকজনের (স্টেশন প্রধান, প্রযোজক) উপর জরিপ চালিয়ে বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়েছে। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, রেডিওতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আধেয় বা বিষয়বস্তু সম্প্রচারিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে বিভিন্ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ ও তাদের জয়যাত্রার ঘটনাপ্রবাহ উঠে আসছে কমিউনিটি রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে (পৃ.১৫৬)।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে কমিউনিটি রেডিও প্রান্তিক জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে বা এর তা করা উচিত। সুতরাং কমিউনিটি রেডিওতে জনঅংশগ্রহণ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা নেই বললেই চলে। তাই বর্তমান গবেষণায় মাধ্যমটির জনঅংশগ্রহণ বিষয়টিকে প্রধান উপজীব্য করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য আলোচনার ভিত্তিতে এই গবেষণার যে প্রধান প্রশ্নটি তৈরি করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কমিউনিটি রেডিওতে জনঅংশগ্রহণের প্রকৃতি ও মাত্রা কীরূপ? প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের সুবিধার্থে নিম্নোক্ত উপ-প্রশ্নগুলো (sub-questions) নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. স্থানীয় জনগণের কমিউনিটি রেডিও শোনার প্রবণতা কেমন?
২. কমিউনিটি রেডিওর ব্যবস্থাপনা এবং এর অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও নির্মাণে কমিউনিটির অংশগ্রহণ আছে কিনা? থাকলে কতটা?
৩. অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য ও সমালোচনা করার ক্ষেত্রে এলাকাবাসী স্বাধীনতা ভোগ করে কি না?
৪. প্রযোজক ও ব্যবস্থাপকদের সাথে শ্রোতাদের সব সময় মতবিনিময়ের ব্যবস্থা আছে কি না, অর্থাৎ যোগাযোগ দ্বিমুখি হচ্ছে কি না? এবং
৫. কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারকৃত অনুষ্ঠান জনকল্যাণমূলক, নাকি বাণিজ্যিক?

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

বর্তমান গবেষণায় কমিউনিটি রেডিওর সাথে শ্রোতাদের সম্পর্ক এবং জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রবেশাধিকার করার জন্য বহুল ব্যবহৃত গণমাধ্যমের 'ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্বে'র সাহায্য নেয়া হয়েছে।

ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যোগাযোগ গবেষণা "দর্শক-শ্রোতা-পাঠক (audience)-এর উপর গণমাধ্যমের শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে" ধারণা দিয়ে প্রভাবিত ছিল। এ সময়কার জনপ্রিয় যোগাযোগ তত্ত্বগুলোর মধ্যে 'ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য, যেখানে মনে করা হতো যে, জনগণের উপর গণমাধ্যমের শক্তিশালী, একমুখি এবং একই রকম প্রভাব রয়েছে। কিন্তু চল্লিশের দশকে সম্পাদিত এবং তৎপরবর্তী বেশকিছু গবেষণা এ ধারণাকে দুর্বল প্রমাণ করে। গণমাধ্যম ও দর্শক শ্রোতা-পাঠক-এর মধ্যকার সম্পর্ক নতুন করে আবিষ্কৃত হয়, যার ফলে গড়ে ওঠে 'ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব'। ১৯৫৯ সালে সর্বপ্রথম Elihu Katz এই তত্ত্বটি আলোচনা করেন। গণমাধ্যম ব্যক্তিকে নিয়ে কী

করে সেটি নয়, বরংব্যক্তি তার প্রয়োজন মেটাতে কীভাবে গণমাধ্যম ব্যবহার করে, এ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা হয় (Severin & Tankard, 1997)। যোগাযোগ তাত্ত্বিক Katz, Blumler এবং Gurevitch (১৯৭৪)-এর মতে, প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতে তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দর্শক-শ্রোতা-পাঠক যে পক্রিয়ায় গণমাধ্যম বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করে, তার একটি কাঠামো প্রদান করে ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব। ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্বের প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:

১. দর্শক-শ্রোতা-পাঠক-কে সক্রিয় সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
২. দর্শক-শ্রোতা-পাঠক তাদের সুবিধার জন্যই গণমাধ্যম ব্যবহার করে। গণমাধ্যম থেকে দর্শক-শ্রোতা-পাঠক কী নেবে, বিষয়বস্তুর কতটুকু আত্মীকরণ করবে এবং গণমাধ্যমের প্রতি কতটা মনোযোগী হবে, তা ব্যক্তিই নির্ধারণ করে।
৩. প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের চাহিদা বা প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন তুষ্ট করতে ব্যক্তি এমন মাধ্যম নির্বাচন করে, যা তাদের চাহিদা সর্বোচ্চ মাত্রায় পূরণ করতে সক্ষম।
৪. দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই গণমাধ্যম ব্যবহারের অনেক উদ্দেশ্য জানা যায়। ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য ও পছন্দ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং প্রয়োজনে সে এগুলো মৌখিকভাবেই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

জনগণ অর্থাৎ দর্শক-শ্রোতা-পাঠককে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় কমিউনিটি গণমাধ্যমে। এ মাধ্যমের দর্শক-শ্রোতা নিজেদের পছন্দমত অনুষ্ঠান নির্বাচন ও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। আর কমিউনিটি গণমাধ্যম হিসেবে কমিউনিটি রেডিও থেকে শ্রোতা তারপছন্দ অনুযায়ী অনুষ্ঠান শোনের ও তা থেকে তুষ্টি পেয়ে থাকেন বলে বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে। তাই বর্তমান গবেষণায় কমিউনিটি রেডিওতে জনঅংশগ্রহণ বিষয়টি উক্ত তত্ত্বের আলোকে মূল্যায়ন করা সম্ভব।

গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন প্রক্রিয়া

গবেষণার জন্যবর্তমানে সম্প্রচারে আছে এমন দুটি কমিউনিটি রেডিও উদ্দেশ্যমূলকনমুনায়নের (purposive sampling)মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার মানুষ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রান্তিকতর। সুতরাং তাদের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি রেডিওতে তাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি ও

মাত্রা সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেশের কমিউনিটি রেডিওতে প্রান্তিক, দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণের একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে। রেডিও স্টেশন দুটির মধ্যে একটি খুলনার 'রেডিও সুন্দরবন' এবং অপরটি সাতক্ষীরার 'রেডিও নলতা'। 'অ্যাডভান্সড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন' (AWF) দ্বারা পরিচালিত 'ব্রডকাস্টিং এশিয়া অব বাংলাদেশ' (BAB)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রেডিও সুন্দরবন সম্প্রচার শুরু করে ২০১২ সালে। এটি খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চল কয়রা উপজেলার আমাদীবাজারে অবস্থিত। এর শ্রোতা সংখ্যা প্রায় ৪-৫ লাখ (এসএমএসের মাধ্যমে সম্পাদিত জরিপ থেকে আনুমানিক সংখ্যা) এবং শ্রোতা ক্লাবের সংখ্যা ৩০টি। সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা গ্রামে রেডিও নলতার অবস্থান। স্থানীয় এনজিও 'নলতা হসপিটাল এন্ড কমিউনিটি হেলথ ফাউন্ডেশন' এর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং এটি সম্প্রচার শুরু করে ২০১১ সালে। এর শ্রোতা সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ (পাক্ষিক শ্রোতা জরিপ থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক হিসাব) এবং শ্রোতা ক্লাবের সংখ্যা ৩০০টি।

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

১. আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis),
২. উঠান বৈঠক (Focus Group Discussion) এবং
৩. নিবিড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview)।

কমিউনিটি রেডিওতে জনঅংশগ্রহণের মাত্রা বিশ্লেষণে অনুষ্ঠানের আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে,কেননা অনুষ্ঠান কিংবা সংবাদ কে, কীভাবে তৈরি করছে এবং কাদের উদ্দেশে প্রচারিত হচ্ছে, তা গুনগত আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। গণযোগাযোগ গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ বহুলব্যবহৃত ও স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। তাই দুটি রেডিও থেকে সম্প্রচারিত কিছু আধেয় (অনুষ্ঠান কিংবা সংবাদ) বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে রেডিও সুন্দরবনের সম্প্রচারকালীন সময় প্রতিদিন সকাল ৯টা-১১টা ও সন্ধ্যা ৭টা-১০টা (মোট সম্প্রচার সময় ৫ ঘণ্টা)। অন্যদিকে, রেডিও নলতা দিনের তিনটি সময়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে–সকাল ৮টা-১১টা, দুপুর ২টা-বিকাল ৫টা এবং রাত ৯টা-রাত ১২টা (মোট সম্প্রচার সময় ৯ ঘণ্টা)। প্রতিদিনকার সম্প্রচার সময়ে রেডিও দুটি সংবাদসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে। যেহেতু গবেষণায় পরিমাণবাচক আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি, তাই সংবাদ এবং অনুষ্ঠানের মোট সম্প্রচার সময়, নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠানের মোট সম্প্রচার সময়, এদের হার, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ধরনের অনুষ্ঠান বা

সংবাদের সংখ্যা (frequency) প্রভৃতি বের করা হয়নি। বরং রেডিও দুটির এক সপ্তাহের অনুষ্ঠানসূচী থেকে উদ্দেশ্যমুলক নমুনায়নের মাধ্যমে গুণগত বিশ্লেষণের জন্য কিছু আধেয় নির্বাচন করা হয় এবং অনুষ্ঠানগুলো শোনার পর বিশ্লেষণ করা হয়।

রেডিওর অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উঠান বৈঠক (Focus Group Discussion) পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। উঠান বৈঠকে সাধারণত ৬-১০ জনঅংশগ্রহণকারী থাকেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য কোনো বিষয়ে দর্শক-শ্রোতাদের আচরণ, মত, অনুভূতি, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা এবং প্রতিক্রিয়া জানা। এর মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণ জানা সম্ভব। দুটি রেডিও থেকে ৩টি করে মোট ৬টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. শ্রোতা ক্লাবের শ্রোতাদের সাথে,
২. শ্রোতা ক্লাবের বাইরের শ্রোতাদের সাথে এবং
৩. কমিউনিটি রেডিওর অনুষ্ঠান পরিচালনা ও উপস্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে।

এছাড়া রেডিও নীতিমালা প্রণয়ন, অনুষ্ঠান পরিচালনাসহ কমিউনিটি রেডিওর সকল কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ আছে কিনা, সেটা জানার জন্যে দু'টি কমিউনিটি রেডিও থেকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে:

১. স্টেশন ম্যানেজার,
২. অনুষ্ঠান প্রযোজক এবং
৩. অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।

ফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

নিচে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিওতে জনগণের অংশগ্রহণের স্বরূপ আলোচনা করা হলো :

নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের ফল

রেডিও পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

উদ্যোক্তা সংগঠন অ্যাডভান্সড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (এডব্লিউএফ) তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব লোকজন এবং পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে রেডিও সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা কমিটি

গঠন করেছে। কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১৭-এ বলা আছে, সমাজের প্রান্তিক জনগণের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত ও পরিচালিত হবে কমিউনিটি রেডিও। যাদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে থাকার কথা যেমন, এলাকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান, এমপি-তাদের রাখা হয়নি। ফলে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও স্টেশন পরিচালনায় এদের বা স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য-সহযোগিতাও পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে স্থানীয়ভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে রেডিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি রেডিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে তেমন যোগাযোগ রাখেন না। রেডিও সুন্দরবনের স্টেশন ম্যানেজারের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য উঠে আসে। রেডিও নলতার ব্যবস্থাপনায় কিছুটা হলেও প্রযোজক, পরিচালক ও উপস্থাপকদের সমন্বয় ঘটাতে পারলেও মূল ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা সংস্থার কাছেই।

অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

রেডিও সুন্দরবন ও রেডিও নলতার অনুষ্ঠানসমূহের মূল পরিকল্পনা করা হয় মাসিক ও পাক্ষিক সভায়। রেডিও নলতার স্টেশন ম্যানেজার একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, এলাকার জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ এসব সভায় অংশগ্রহণ করেন। মাসব্যাপী কী ধরনের ও কী কী অনুষ্ঠান হবে, সেটা এই সভায় ঠিক করা হয়। সকল অনুষ্ঠানের অগ্রগতি দেখাশোনা ও অনুষ্ঠানগুলোর সমন্বয় সাধন করেন অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী। আর অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ সম্পাদনায় সরাসরি যুক্ত থেকে অনুষ্ঠানটি তৈরি করেন অনুষ্ঠান প্রযোজক। রেডিও সুন্দরবনের ম্যানেজারও দাবি করেন, এলাকার মানুষের উপস্থিতিতে সারা মাসের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।

অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার

স্টেশন ম্যানেজার ও অনুষ্ঠান প্রযোজকের বক্তব্য অনুযায়ী, অনুষ্ঠান সম্প্রচারে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে ব্যাপারে রেডিও কর্তৃপক্ষসব সময় তাদের উদ্বুদ্ধ করে, যদিও এতে তরুণ প্রজন্ম ছাড়া অন্যরা তেমন সাড়া দেয় না। তাই তরুণদের সম্পৃক্ত করেই রেডিও সুন্দরবন ও রেডিও নলতা অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করে। রেডিও সুন্দরবনে ১০-১২ জন নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক আছে, যারা অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচারে সিডিউল অনুযায়ী কাজ করে, যদিও কাগজে কলমে এ সংখ্যাটি ২৫-৩০। রেডিও নলতায়ও একই চিত্র দেখা গেছে।

প্রযোজক ও অনুষ্ঠান সমন্বয়কারীদের সঙ্গে শ্রোতাদের সম্পর্ক

প্রযোজক ও অনুষ্ঠান সমন্বয়কারীদের দাবি, তাদের সঙ্গে শ্রোতাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। প্রযোজক কিংবা অনুষ্ঠান সমন্বয়কারীকে প্রায়শ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে হয়। সে সময় শ্রোতারা তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে মত দিতে পারেন।

ভাষার ব্যবহার

কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার নীতিমালায় বলা হয়েছে, রেডিওর সম্প্রচার হবে স্থানীয় জনগণের মুখের ভাষায়। তবে অবাক করা বিষয় এই যে সম্প্রচারের প্রথম দিকে রেডিও সুন্দরবনে স্থানীয় ভাষায় 'আমাগো কথা আমরা কবো' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। স্টেশনের ম্যানেজার জানান, কমিউনিটির নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা থাকলেও ওই এলাকার মানুষেরা চায় না তাদের ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হোক। তারা চায় প্রমিত বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হোক। এরপর থেকে অনুষ্ঠানটি বাদ দেয়া হয়। তবে রেডিও নলতার চিত্র কিছুটা ভিন্ন। এখানে আঞ্চলিক ভাষাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কারণ এ রেডিওর শ্রোতারা আঞ্চলিক ভাষায় অনুষ্ঠান বেশিপছন্দ করে। কিছ ু অনুষ্ঠানে অবশ্য প্রমিত ভাষা ব্যবহার করা হয়।

রেডিও অনুষ্ঠানে বিশেষ জনগোষ্ঠী

সমাজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কমিউনিটি রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। যেমন, রেডিও নলতার সম্প্রচার এলাকায় মুন্ডা[২] জনগোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে। তারা সমাজের নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের অধিকার নিয়ে রেডিও নলতা ১৩ পর্বের একটি নাটক প্রচার করেছে এবং আরো অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা স্টেশনটির রয়েছে। রেডিও সুন্দরবনের সম্প্রচার এলাকায় দলিত[৩] সম্প্রদায়ের লোকজনকে রেডিওতে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

জনকল্যাণে কমিউনিটি রেডিও

কর্তৃপক্ষেরসাথে সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, রেডিও দুটিতে প্রচারিত প্রত্যেক অনুষ্ঠানই কোনো না কোনো ভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে। কর্তৃপক্ষশ্রোতাদের কাছে নিয়মিতভাবে জানতে চায়, কী ধরনের অনুষ্ঠান তারা শুনতে চান, কীভাবে অনুষ্ঠান করলে তারা উপকৃত হবেন। তাদের মতের আলোকে রেডিও কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান নির্মাণ করার চেষ্টা করেন।

রেডিও ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জসমূহ

রেডিও সুন্দরবনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে মনিটরিং কমিটি, ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্য কমিটিগুলো আছে কেবল কাগজে কলমে, বাস্তবে এগুলো কোনো দায়িত্ব পালন করছে না। উদ্যোক্তা সংস্থা (এনজিও) স্টেশন চালানোর পুরো খরচ বহন করতে পারছে না। তরুণরা ছাড়া অন্য কেউ অনুষ্ঠান তৈরিবা রেডিও পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করতে চায় না। ভয়, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও পারিবারিক বাধাসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম। রেডিও পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা তেমন সাহায্য সহযোগিতা করে না। এছাড়া ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কমিটিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সীমিত। কমিউনিটি রেডিওতে ১০% বিজ্ঞাপন দেয়ার অনুমতি থাকলেও রেডিও সুন্দরবন একেবারে মফস্বল এলাকায় হওয়ায় বিজ্ঞাপন খুব একটা পাওয়া যায় না। রেডিওর নিজস্ব কোনো আয়ের উৎস না থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও স্টেশন পরিচালনার খরচ যুগিয়ে স্টেশনকে স্বাবলম্বী করাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে রেডিও নলতার সম্প্রচার এলাকাসমূহ খুব বেশি প্রত্যন্ত নয় এবং পরিচালনার দায়িত্বে নলতা হাসপাতাল ও কমিউনিটি ফাউন্ডেশন থাকায় উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ কিছুটা মোকাবিলা করতে পেরেছে।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের ফল

রেডিও পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

দুটি বেতার কেন্দ্রের শ্রোতাদের সাথে সম্পাদিত উঠান বৈঠক থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের মিল এবং অনেক ক্ষেত্রে অমিল পাওয়া গেছে। শ্রোতারা জানান, রেডিও স্টেশন দুটির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই, যা বস্তুত কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। বেশিরভাগ শ্রোতা জানেন না যে এলাকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসকপ্রমুখ ব্যক্তিবর্গের পরিচালনা পর্ষদে থাকার কথা। পাক্ষিক এবং মাসিক সভাগুলোতে শ্রোতারা উপস্থিত হতে পারলেও অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় সকলে সব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। মূলত শ্রোতা ক্লাবের শ্রোতারাই বেশি অংশগ্রহণ করে থাকে। অনেকে জানালেন, সভায় উপস্থিত থাকলেও তাদের বক্তব্য নেয়া হয় না। অনেকে সভাগুলোতে উপস্থিতই থাকতে পারেন না। রেডিও সুন্দরবনের একজন শ্রোতা, তাজুল ইসলাম বলেন, 'নিজস্ব কাজে ব্যস্ত থাকায় নিয়মিত অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মিটিং-এ আসতে পারিনা'। অধিকাংশ শ্রোতার আলোচনা থেকে বেরিয়ে এল, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রেডিওর সাথে সম্পৃক্ত লোকজনই মূলত অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করে থাকেন।

অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচারে তরুণদের অংশগ্রহণ

রেডিও দুটিতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু, কৃষি ও আবহাওয়া, আইন, স্থানীয় সংবাদ ও জাতীয় সংবাদ বিষয়ক সম্প্রচার ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠানের কিছু আছে রেকর্ডকৃত, আবার কিছু ফনোলাইভ। অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী শ্রোতাদের অংশগ্রহণও হয় ভিন্ন। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ থাকলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার কারণে তারা সব সময় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারে না। যেমন, কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানে কৃষকদের যুক্ত করতে হলে মাঠ পর্যায়ে যেয়ে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। সেটা অনেক সময় রেডিও স্টেশন থেকে করা হয় না। কৃষকরা ব্যস্ততার কারণে সব সময় স্টেশনে এসে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে না। রেডিও সুন্দরবনের শ্রোতা দিপঙ্কর সাহা (কৃষক) বলেন, "আমরা চাষি মানুষ, ক্ষেত-খামারে কাজ করি। রেডিওতে গিয়ে সমস্যার কথা কওয়ার সময় কই? আমাগো কাছে আসলে আমরা সমস্যার কথা বলি, না আইলে না বলি।" দুই এলাকাতেই উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী তরুণ এবং শিক্ষিতদের অনেকেই অনুষ্ঠান তৈরিতে সরাসরি সম্পৃক্ত বলে জানালেন। তবে এদের বেশিরভাগই শ্রোতা ক্লাবের সদস্য।

অনুষ্ঠান নিয়ে মন্তব্য ও সমালোচনা

অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মন্তব্য, কী ধরনের অনুষ্ঠান শ্রোতারা পছন্দ করেন, অনুষ্ঠান কোন সময়েকতক্ষণ সম্প্রচারিত হওয়া উচিত,এসব বিষয়ে এসএমএস ও ফোনের মাধ্যমে শ্রোতারা তাদের মত জানিয়ে থাকেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গেলে রেডিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে দেখা হলে তারা অনেক সময় মত জানিয়ে থাকেন। রেডিও কর্তৃপক্ষ সব সময় চেষ্টা করে শ্রোতাদের মত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে। কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই মত দিতে পারলেও স্টেশনের কাছাকাছি শ্রোতারা এক্ষেত্রে বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে, কারণ তারা সহজেই স্টেশনে যেতে পারে। তাছাড়া কাছাকাছি থাকায় স্টেশনের কর্মকর্তাদের সাথে শ্রোতাদের দেখা হয়ে থাকে, কিন্তু দূরের শ্রোতাদের সে সুযোগ সীমিত। শ্রোতাদের কাছ থেকে জানা যায়,তারা মত ও পরামর্শ দিতে পারলেও সে অনুযায়ী রেডিও স্টেশন কাজ করে না। রেডিও সুন্দরবনের রিপোর্টার ও উপস্থাপক জানান, তাদের সম্পদ ও জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা ঠিকমতো শ্রোতাদের মত ও পরামর্শ আমলে নিতে পারেন না।

প্রযোজক ও অনুষ্ঠান সমন্বয়কারীদের সঙ্গে শ্রোতাদের সম্পর্ক

শ্রোতারাও জানালেন যে বেতার স্টেশনের পরিচালকদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। প্রযোজক ও অনুষ্ঠান সমন্বয়কারীর সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য মাঝে মাঝে তাদেরকে রেডিও অফিসে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং এলাকার কিছু মানুষ সেখানে সুযোগ পায়, তবে বড় পরিসরে সকলের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ কম। ফোনে ও ফেসবুকেও তারা শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে।

রেডিওর জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান

শ্রোতাদের আলোচনা থেকে রেডিওর কল্যাণকর কাজের কথা জানা যায়। রেডিও সুন্দরবনে প্রচারিত *কৃষি ও জীবন* এবং*উপকূলের কথা* অনুষ্ঠান দুটি কৃষকদের নানাভাবে উপকার করছে। কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, "বিভিন্ন ঋতুতে কিছু রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আনাগোনা বাড়ে। সে সময় রেডিওর অনুষ্ঠান থেকে কী করা যায়, তা জানতে পারি।" এছাড়া *এসো কম্পিউটার শিখি* অনুষ্ঠানটি কম্পিউটার শিখতে সহায়তা করছে বলে রেডিও সুন্দরবনের শ্রোতাদের কাছ থেকে জানা যায়। অন্যদিকে রেডিও নলতার শ্রোতা লিমা খাতুন, আয়েশা ও শাহরিয়র জানান, নলতায় প্রচারিত অনুষ্ঠান বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা, শিশু শিক্ষা ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কৃষি সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সংবাদে চলতি বাজারদর ও এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর ও তথ্য সরবরাহ করায় মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফল

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত অনুষ্ঠানের তালিকা সারণী ২-এ উপস্থাপিত হলো :

সারণী ২: দুটি কমিউনিটি রেডিওর অনুষ্ঠানের তালিকা

অনুষ্ঠানের প্রকৃতি	রেডিও সুন্দরবন	রেডিও নলতা
সংবাদ	দিনে ২ বার প্রচারিত (সরাসরি)	দিনে ৪ বার প্রচারিত (সরাসরি)
কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান	*কৃষি ও জীবন* (সরাসরি)	*ফসলের মাঠ* (সরাসরি)
স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান	*আপনার স্বাস্থ্য* (সরাসরি)	*আপনার ডাক্তার* (সরাসরি)
পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক অনুষ্ঠান	*উপকূলের কথা*	*উপকূলের কথা*, *নিরাপদ জীবন*
শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান	*এসো কম্পিউটার শিখি*, *এসো ইংরেজি শিখি নিজেকে দক্ষ করি*, *জীবনেরসিঁড়ি* (সরাসরি)	*শিক্ষালয়*, *এ টু জেড*
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	*শুধু গান আর ফান*	*নাটক*, *কমিউনিটির কথা* (সরাসরি)
বিবিধ (ব্যক্তিগত সাফল্য, আইনি পরামর্শমূলক, নারী বিষয়ক ইত্যাদি)	*খোলা জানালা* (সরাসরি), *সোনালী স্বপ্ন*	*সাফল্য গাঁথা*, *ঘরে বাইরে* (সরাসরি)

এসব অনুষ্ঠান বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানসমূহে জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংবাদ

আলোচ্য দুটি রেডিওতে স্থানীয় জনপদের বিভিন্ন সংবাদ প্রচার করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকসমূহ সংবাদে তুলে ধরা হয়। এলাকার উন্নয়নের নানা খবর দুটি বেতার কেন্দ্রেই প্রচারিত হয়েছে। সংবাদ অনুষ্ঠানের বাইরেও সংবাদধর্মী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। যেমন, রেডিও নলতার *সুপ্রভাত সাতক্ষীরা* অনুষ্ঠানে জাতীয় সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য এবং দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা সংবাদের আপডেট দিয়ে থাকেন। তবে এই কর্মীদের সবাই স্থানীয় কমিউনিটির নয়। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদগুলো সংবাদপত্র, ফেইসবুক ও ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়।

কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান

কৃষি ও জীবন নামে রেডিও সুন্দরবনের লাইভ অনুষ্ঠানটিতে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ স্টেশনে এসে কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য শেয়ার করে থাকেন। রেডিও সুন্দরবনের অনুষ্ঠান প্রযোজক সুমাইয়া সুলতানা জানান, কৃষকদের কাছ থেকে মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) ও ফোনকলের মাধ্যমে সমস্যা শুনে সমাধান দেয়া হয়ে থাকে। তবে প্রয়োজনীয় তহবিল না থাকায় কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ স্টেশনে আসতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। কদাচিৎ মাঠে গিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে সমস্যা জেনে সমাধান দেয়া হলেও ক্ষুদে বার্তা

ও ফোনকলের দিকে বেশি নজর দেয় স্টেশনটি। সুযোগের অভাবে সব কৃষক ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন না। উঠান বৈঠকে এ প্রসঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে কৃষক সাদ্দাম গাজী বলেন, "এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যেখানে সব কৃষক তাদের সমস্যার কথা সহজেই জানাতে পারে।" অন্যদিকে *ফসলের মাঠ* নামের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানটিতে রেডিও নলতার কর্মীরা সরাসরি মাঠে যেয়ে কৃষকদের সমস্যার কথা শোনেন। এছাড়া সরাসরি সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে ফোনকলের মাধ্যমেও নিজেদের সমস্যার কথা বলেন কৃষকেরা। স্টুডিওতে উপস্থিত কৃষিবিশেষজ্ঞ সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।

স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান

আপনার স্বাস্থ্য ও *আপনার ডাক্তার* যথাক্রমে রেডিও সুন্দরবন ও রেডিও নলতার স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান। এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ রোগীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। লাইভ এই অনুষ্ঠানে ফোনকলের মাধ্যমে শ্রোতারা অংশগ্রহণ করেন। রেডিও দুটির স্টেশন ম্যানেজার জানান, শ্রোতারা ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমেও অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তরুণরাই সংখ্যায় বেশি। শিশু ও নারী স্বাস্থ্য, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য, মৌসুমি রোগবালাইসহ সকল প্রকার স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক অনুষ্ঠান

উপকূলের কথা রেডিও সুন্দরবন এবং *নিরাপদ জীবন* রেডিও নলতার পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান, যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে সাজানো। রেকর্ডকৃত এ অনুষ্ঠানে পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্য সমস্যা, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ভূগোল ও পরিবেশবিদ প্রমুখ আলোচক হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বলে জানান স্টেশন দুটির ম্যানেজার। গবেষণাকালীন দুটো রেডিওর অনুষ্ঠানে পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ আলোচিত হয়।

শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান

রেডিও সুন্দরবনে শিক্ষামূলক লাইভ অনুষ্ঠান *এসো কম্পিউটার শিখি*-তে কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষ কোনো ব্যক্তি স্টেশনে এসে কম্পিউটার শিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। অনুষ্ঠানটিতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ বেশি লক্ষ করা যায়। শ্রোতারা ফোন করে কম্পিউটার শেখার কিংবা চালাতে গেলে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, সেসব বিষয়

নিয়ে প্রশ্ন করেন। উঠান বৈঠকে রেডিও সুন্দরবনের শ্রোতা সুমন (শিক্ষার্থী) জানায়, 'তথ্য-প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার জানা জরুরি। কম্পিউটার শেখার অনুষ্ঠানটি আমাদের সে সুযোগ করে দিচ্ছে।' *এসো ইংরেজি শিখি* ইংরেজি ভাষা শেখানোর অনুষ্ঠান।

অন্যদিকে, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের কার্যক্রম নিয়ে রেডিও নলতায় প্রচারিত অনুষ্ঠান *শিক্ষালয়*। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান *শিক্ষালয়*। ফোনকল, ক্ষুদেবার্তা ও চিঠির মাধ্যমে শ্রোতারা নিজেদের মত প্রদান করেন। *এ টু জেড* ইংরেজি শিক্ষার আসর। এ অনুষ্ঠানে ইংরেজি ব্যাকরণ, সহজভাবে ইংরেজিতে কথা বলার কৌশল ইত্যাদি শেখানো হয়ে থাকে। স্কুল ও কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকগণ আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। রেকর্ডকৃত এই অনুষ্ঠানে ফোনকল, ক্ষুদেবার্তা, সরাসরি রেডিও স্টেশন পরিদর্শন ও চিঠির মাধ্যমে শ্রোতারা নিজেদের মত প্রদান করেন বলে জানান রেডিও সুন্দরবনের উপস্থাপক আশামনি। দুটি অনুষ্ঠানেরই বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে বলে জানায় সম্পা নামের এক শিক্ষার্থী।

বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান

কমিউনিটির কথা নামক রেডিও নলতায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় কমিউনিটির মানুষের লেখায়, সুরে ও কণ্ঠে গাওয়া গান প্রচারিত হয়। লাইভ এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন। ফোনকল, ক্ষুদেবার্তা এবং সরাসরি রেডিও স্টেশন পরিদর্শন ও চিঠির মাধ্যমে শ্রোতারা নিজেদের মত প্রদান করেন। রেডিও সুন্দরবনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে *শুধুগান আর ফান* অন্যতম।

বিবিধ

রেডিও সুন্দরবনের *খোলা জানালা* নামের আইন সহায়তা বিষয়ক অনুষ্ঠানটিতে প্রতি পর্বে একজন বিশেষজ্ঞ আইনজীবী আলোচনা করেন। তবে অনুষ্ঠানটি অনিয়মিত। বিশেষজ্ঞ আইনজীবী সবসময় পাওয়া যায় না, কারণ বিনা অর্থে কেউ স্টেশনে আসতে চায় না। এখানে জমিজমা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়ে বেশি আলোচনা করা হয়। রেডিও সুন্দরবনে আরো প্রচারিত হয়বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ক অনুষ্ঠান *সোনালী স্বপ্ন*। বাল্যবিবাহে ভুক্তভোগী মেয়েদের সাক্ষাৎকার বা মত প্রকাশ করা হয় এখানে। মূলত তাদের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভয়ে, পারিবারিক বাধায় কিংবা ব্যক্তিগত মান-সম্মানের কারণে ভুক্তভোগী মেয়ে ও তার পরিবারের সদস্যরা কথা বলতে চায় না বলে জানান অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী গাজী নজরুল ইসলাম।

রেডিও নলতার *ঘরে বাইরে* নামের নারী বিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠানে সফল নারীর গল্প, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী সংক্রান্ত আইনি সহায়ক তথ্য প্রদান, রূপচর্চার টিপস ও রেসিপি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচক হিসেবে কমিউনিটির সফল নারীরা অংশগ্রহণ করেন। সরাসরি ফোনকল, ক্ষুদেবার্তা ও চিঠির মাধ্যমেও শ্রোতারা মত প্রকাশ করেন।

ফল আলোচনা

সাক্ষাৎকার ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, শ্রোতাদের মধ্যে দুটি রেডিওর অনুষ্ঠান শোনার প্রবণতা সব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক রকম নয়। যে সব অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের সহজে এবং সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে রেডিও শোনার প্রবণতা বেশি। ব্যবস্থাপনা ও অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ থাকলেও সেটি স্বল্প পরিসরে। অনেক ক্ষেত্রে রেডিও কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ আছে বলে দাবি করলেও শ্রোতারা বলছেন ভিন্নকথা। উঠান বৈঠক থেকে জানা যায়, অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় শ্রোতাদের নিয়মিত কোনো অংশগ্রহণ নেই। মাঝে মাঝে তাদের স্টেশনে ডাকা হয়। আবার ব্যস্ততার কারণেও শ্রোতারা অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য ডাকা সভায় আসেন না।

অনুষ্ঠান নির্মাণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণ স্বল্প পরিসরে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। রেডিওর অনুষ্ঠান তৈরিতে অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত তরুণ অংশটির অংশগ্রহণের মাত্রা বেশি দেখা গেছে। বস্তুত তরুণরা ছাড়া অন্য বয়সের মানুষ অনুষ্ঠান তৈরিবা রেডিও পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করতে চায় না। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবংস্থানীয় গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীদের অংশগ্রহণ রয়েছে রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এমনকি স্থানীয় আদিবাসীদের উপস্থাপন (representation) এবং অংশগ্রহণ (participation) দেখা গেছে, যা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে ভয়, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও পারিবারিক বাধাসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সাধারণভাবে নারীদের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কম। গণমাধ্যম ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার বাড়ানো,গণমাধ্যমে নারীর মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং গণমাধ্যমে নারীর একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও 'নন-স্টেরিওটাইপ' (গৎবাঁধা নয়) চিত্র তুলে ধরতে কমিউনিটি রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ সহজতর করা, নারীর কণ্ঠ ও বিষয়সমূহ যেন প্রতিদিনের সংবাদসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করা, সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে নারীর ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা এবং নারীরা যেন প্রযুক্তিগত

দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে তাদের নিজেদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে ব্যাপারে নারীদের সহায়তা করার জন্য কমিউনিটি রেডিও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রেডিও দুটি কিছুটা অবদান রাখছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য ও সমালোচনা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে মত দেয়ার মাধ্যমের (medium) প্রকৃতির কারণে সব শ্রোতা সবক্ষেত্রে মত দিতে পারেন না। গবেষণার ফল থেকে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রোতাদের মত দেবার মাধ্যম হলো ফোনকল, মোবাইলে ক্ষুদেবার্তা কিংবা চিঠি। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, দুটি রেডিওতেই বেশ কিছু লাইভ বা সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে শ্রোতারা টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে বেতার দুটি জনঅংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছে। তবে গবেষণাকালীন পর্যবেক্ষণ থেকে গবেষকদ্বয় লক্ষ করেছেন, দুটি এলাকাতেই জনগণের মধ্যে শিক্ষার অপ্রতুলতা রয়েছে এবং জনগণের মোবাইল ফোন প্রযুক্তির কিংবা মোবাইল ব্যবহারের সাক্ষরতারও অপ্রতুলতা রয়েছে। তাই মাধ্যম নির্বাচনে সীমাবদ্ধতার কারণে এই জন অংশগ্রহণ সীমিত আকারে হচ্ছে।

রেডিও দুটিতে প্রযোজক ও ব্যবস্থাপকদের সাথে শ্রোতাদের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা সামান্য পরিসরে হলেও সম্পর্কটি বন্ধুত্বপূর্ণ। তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, সম্পদ ও জনবলের স্বল্পতার কারণে মন্তব্য ও সমালোচনা অনুযায়ী অনুষ্ঠান তৈরি হয় না। এ পরিস্থিতিতে জনগণের মত দেয়া অনেকটাই অর্থহীন এবং তাদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠান শোনার সম্ভাবনা সীমিত।

কমিউনিটি রেডিওতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান বা সংবাদ জনকল্যাণমূলক; এখানে বেসরকারি এফএম রেডিওর মতো বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় না এবং অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বাণিজ্যিক চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন নেই। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ থেকে গবেষকদ্বয় লক্ষ করেছেন যে রেডিও দুটির অনুষ্ঠান নির্মাণ, পরিকল্পনা, সঞ্চালনা ও উপস্থাপনায় কমিউনিটির লোকজনের কিছুটা হলেও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। অনুষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক এবং জীবনের প্রয়োজনের সাথে প্রাসঙ্গিক। স্থানীয় জনপদের সংবাদ এখানে উপস্থিত। গণমাধ্যমের '*ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্বে*'র সাহায্যে গবেষণায় প্রাপ্ত ফল ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কমিউনিটি মাধ্যম ব্যক্তি তার প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করে। এ মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাকে সক্রিয় মনে করা হচ্ছে। একই সাথে দর্শক-শ্রোতার চাহিদাকে সবার ওপরে রাখা হচ্ছে। দর্শক-শ্রোতার নিজস্ব

প্রয়োজন অনুসারে বিষয়বস্তুকে সাজানো হচ্ছে। এছাড়া কমিউনিটি মাধ্যমের দর্শক-শ্রোতা নিজেদের পছন্দমতো অনুষ্ঠান নির্বাচন ও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

উপসংহার

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও কমিউনিটি গণমাধ্যম তথা কমিউনিটি রেডিওর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে অংশগ্রহণ, নীতিনির্ধারকদের সাথে তাদের সংযোগ স্থাপন এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে কমিউনিটি রেডিওর গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে কমিউনিটি রেডিও। কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার নীতিমালা অনুসারে, প্রান্তিক জনগণের মুখের ভাষায়, তাদের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত ও পরিচালিত হবার কথা কমিউনিটি রেডিও স্টেশন, যেখানে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে, স্থানীয় জনসাধারণের লোকজ জ্ঞান, সম্পদ ও সংস্কৃতি, আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটবে। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় কমিউনিটি রেডিও সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সার্বিকভাবে কমিউনিটি রেডিও দুটির ব্যবস্থাপনা, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও তৈরিতে কমিউনিটির অংশগ্রহণ সীমিত। গবেষণার ফলের ভিত্তিতে রেডিও সুন্দরবন ও রেডিও নলতাসহ বাংলাদেশের সকল কমিউনিটি রেডিওর উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ করা হলো:

- অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় নিয়মিতভাবে পাক্ষিক ও মাসিক সভা করে স্টেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এলাকার জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত। অনুষ্ঠান নির্মাণের পাশাপাশি এর পরিকল্পনায়ও কমিউনিটিকে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত, যাতে তাদের মধ্যে রেডিওর মালিকানার (ownership) বোধ তৈরি হয়।
- অনুষ্ঠান সম্প্রচারে কমিউনিটির জনগোষ্ঠী যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য রেডিও কর্তৃপক্ষকে সঠিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। শ্রোতাদের সুবিধাজনক উপায়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে গিয়ে অনুষ্ঠানে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ হয়তো জনঅংশগ্রহণ বাড়াবে।
- মনিটরিং কমিটি, ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্য কমিটিগুলো শুধু কাগজে কলমে নয়, এসব কমিটি যেন নিয়মিতভাবে রেডিও পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মিলে রেডিওর কার্যক্রমে সহযোগিতা করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

- রেডিওর টিকে থাকা (sustainability)একটি চ্যালেঞ্জ। কমিউনিটি রেডিওতে ১০% বিজ্ঞাপন দেয়ার অনুমতি থাকলেও যেসব রেডিও একেবারে মফস্বল এলাকায়, সেখানে বিজ্ঞাপন পাওয়া কঠিন। রেডিও পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করলে তাদের আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। এছাড়া প্রয়োজনে রেডিওর ব্যয় নির্বাহে সরকার সহযোগিতা করতে পারে।

পাদটীকা

১। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, সমধর্মী কিছু লোকজ, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীকে তথ্য সেবাদানের মাধ্যমে জীবন বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা ২০০৮' প্রণীত হয়।

২। প্রায় দুশো বছর আগে সংখ্যালঘু মুন্ডা সম্প্রদায় ভারতের উড়িষ্যা থেকে এদেশে আসে। খুলনার কয়রা অঞ্চলে তাদের বসবাস। আধুনিক সভ্যতার যুগেও অধিকাংশই আদিম জীবনে অভ্যস্ত। আধুনিকতার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত মুন্ডা পরিবারের সদস্যরা। অক্ষরজ্ঞানহীন ও অত্যন্ত সরল বিশ্বাসী হওয়ায় প্রতারকের খপ্পরে পড়ে কয়রার মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোকজন এখন নিঃস্ব। দিনমজুর, বনে কাঠ কাটা ও মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে এরা। মোটকথা, তারা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকেও প্রান্তিক।

৩। 'দলিত' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত দল শব্দ থেকে, যার অর্থ ভগ্ন। এটা সাধারণত নির্যাতিত, নিচু, বিচূর্ণ এসব অর্থে ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয়। কায়িকশ্রমের কাজ, যেমন-চামড়ার কাজ, মুচি, কসাই, কলু, ধোপা, জেলে বা পরিচ্ছন্নতার কাজ, তাদের পেশা হিসেবে নির্ধারিত। বাংলাদেশে শব্দটি সামাজিকভাবে নিচু বা অবমাননাকর হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ওই সব পেশার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তাই দলিত বলতে বাংলাদেশে কাঠামোগতভাবে নির্যাতিত, বঞ্চিত, প্রান্তিক সেসব মানুষকে বোঝায়, যারা শুচি-অশুচি বা অস্পৃশ্যতার ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পেশা, বংশ, জাতি বা দলগত পরিচয়ের কারণে বংশপরম্পরায় বৈষম্যেরও শিকার।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, মোরশেদুল (২০০৭, ডিসেম্বর)। 'গ্রামীণ উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিওর সম্ভাবনা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত',*পল্লী উন্নয়ন: বার্ড বাংলা জার্নাল* (২০০৭ সংখ্যা), ১৫-৩৫।

বিএনএনআরসি (২০১০). *কমিউনিটি রেডিও হ্যান্ডবুক*। ঢাকা: বিএনএনআরসি।

মঞ্জু, কামরুল হাসান (২০০৭, নভেম্বর)। 'কমিউনিটি রেডিও', *মুক্তপ্রকাশ (১৬৪তম সংখ্যা)*, ৩-১৬।

তথ্য মন্ত্রণালয় (২০১৭)। কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১৭। ঢাকা: তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

হক, তাহমিনা ও উদ্দীন, মো. মিনহাজ (২০১৮)।'টেকসইউন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের কমিউনিটি রেডিওর আধেয়: একটি পর্যালোচনা', *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি], ১২(১২), ১৪১-১৫৭।

Al-hassan, S., Andani, A. & Malik, A. A. (2011). The Role of Community Radio in Livelihood Improvement: The Case of Simli Radio, *Field Actions Science Reports,5(5)*, 1-7.

Dahal, S. & Aram, I.A. (2011). Crafting a community radio 'friendly' broadcast policy in Nepal, *Observatorio Journal, 5(4)*, 69-91.

Harun, I. B. & Mahamud, T. (2014). The Position and the Role of Intermediaries in Information Flows: A Study on Sharonkhola Upazila of Bagerhat District in Bangladesh, *Stamford Journal of Media, Communication and Culture*, 3, 1-12.

Hasan, S. K. & Morsed, S.M. (2017). *Sustainability of Community Radio in Bangladesh: An Analysis from Operational perspective.* Dhaka: Press Institute of Bangladesh.

Jewel, G.N. (2006). *Community radio: Ready to launch in Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication.

Katz, E., Blumler, J.G. & Gurevitch, M. (Winter, 1973-1974). 'Uses and Gratification Research', *The Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509-523.

Khan et al. (2017). 'Role of Community Radio for Community Development in Bangladesh', *The International Technology Management Review*, 6(3), 94-102.

McChesney, R.W. (1999). *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. Champaign, USA: University of Illinois Press.

Melkote, S.R., & Steeves, H.L. (2001). *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*, second edition. London, UK: Sage Publications.

Melkote, S. R. & Steeves, H. L. (2006). *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*, third edition. New Delhi: Sage Publications.

Milan, S. (2009). Four steps to community media as a development tool. *Development in Practice*, 19, 598-609, doi: 10.1080/096145209028 66421.

Myers, M. (2011). *Voices for Villages: Community Radio in the Developing World*. Washington, D.C.: The Centre for International Media Assistance (SIMA).

Naughton, T. (1996). Community radio: A voice for the voiceless, *Agenda*, No. 31, Womenspeak! Women and the Media, 12-18. Retreived July 07, 2013 fromhttp://www.jstor.org/stable/ 4066258.

Patil, D.A. (2010, April).'A Voice for the Voiceless: The Role of Community Radio in the Development of the Rural Poor', *International Journal of Rural Studies (IJRS)*, 17(3), 1-9.

Reza, S.M. (2012a). "View from Bangladesh: Preparing for community radio", in K. Seneviratne (Ed.) *People's voices, people's empowerment: Community radio in Asia and Beyond*. Singapore: AMIC.

Reza, S.M. (2012b). "From Elite Perceptions to Marginal Voices: Community Radio in Bangladesh", in J. Gordon (Ed.) *Community Radio in the Twenty-First Century*. Bern: Peter Lang.

Reza, S.M. (2014). 'Free Media and Good Governance: Engaging Citizens, Protecting Journalists and Revisiting Development Goals', Keynote Paper presented on the occasion of World Press Freedom Day, organized by Mass Line Media Centre, held at CIRDAP, Dhaka, 3 May 2014.

Schramm, W. (1964). *Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries*. California: Stanford University Press.

Severin, W.J. & Tankard, J.W. (1997). *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*, 4th Edition. Boston, USA: Addison Wesley Longman, Inc.

Ullah, M.S. & Ferdous, R. (2007). 'Status and Challenges for Community Radio in Bangladesh', *Social Science Review* [The Dhaka University Studies, Part-D], 24(1) 53-65.